গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
E-mail : dgdncbd@.gmail.com, website www.dnc.gov.bd Fax: 8870010.

নং- ৪৪.০৪.০০০০.০০৫.২২.৩৮৪.১৪-৭৮৭৫ তারিখ ঃ ২৫/১০/১৭

বিষয় : **"আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০১৭" প্রণয়ন প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অধিদপ্তর হতে "আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০১৭" প্রণয়নপূর্বক এর খসড়ার উপর অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মতামত (যদি থাকে) তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৫/১০/২০১৭
(মোঃ মেহেদী হাসান)
সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)
মোবা ঃ ০১৬৭৫৫১৪৫০১

খসড়া

আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০১৭।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ-

(১) এই বিধিমালা ''আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা ''২০১৭'' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। প্রয়োগ ও ব্যাপ্তি ঃ- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০ এবং তদধীন প্রণীত সকল বিধিমালা, আদেশ, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র অনুসারে আটক/বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্য, মালামাল, বস্তু বা বিষয়ের জন্য এই বিধিমালা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায় -

(ক) 'আইন' অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন)।

(খ) 'আটক' অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর বিধিমালা ও ম্যনুয়ালের বিধানাবলী এবং ফৌজদারী কার্যাবিধিতে বর্ণিত পন্থায় উক্ত আইন ও তদাধীন বিধিমালার বিধান মোতাবেক মাদক অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট, কিংবা মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোন মাদকদ্রব্য, মালামাল, বস্তু, কিংবা এইগুলির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত ধারাসমূহে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তগত করা। সেই সকল বস্তু শারীরিকভাবে হস্তগত বা স্থানান্তর করা সম্ভব নয়, সেইগুলি লিখিত আদেশ জারীর মাধ্যমে, কিংবা সীলগালা করিয়া রাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ উহাতে স্বীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাকেও আটক বুঝাইবে।

(গ) 'আটককারী কর্মকর্তা' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কিংবা তদধীন বিধিমালার বিধান অনুসারে কোন মাদক অপরাধ দমন অভিযানে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

(ঘ) 'আলামতখানা' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ ও তদধীন বিধিমালার বিধান মোতাবেক আটককৃত কোন বস্তু সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত স্থানকে বুঝাইবে।

(ঙ) "অন্য কোন প্রকারে বিলিবন্দেজ" বলিতে এই বিধিমালার বিধান অনুসরণপূর্বক আটককৃত মাদকদ্রব্য, বস্তু বা আলামত জনস্বার্থে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন ধরনের নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজকে বুঝাইবে।

(চ) 'তদন্তকারী কর্মকর্তা' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন- ১৯৯০ এর আওতায় কোন অপরাধ তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

(ছ) 'ধ্বংস' বলিতে আটক ও বাজোয়াপ্ত মাদকদ্রব্য বা বস্তু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৩৪ এর বিধান মোতাবেক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় পর, উক্ত আইনের ধারা ৩৫ মোতাবেক কিংবা ধারা ৪৫ এর বিধান মোতবেক উহা আগুনে পোড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মাটিতে ঢালিয়া, মাটিতে পুতিয়া ফেলিয়া, কিংবা অন্য কোন বস্তু মিশাইয়া, বা অন্য কোন উপরে উহার ব্যবহারিক উপযোগিতা ও গুণাগুণ এবং আকার, আকৃতি, অবস্থান ইত্যাদি বিনষ্ট করাকে বুঝাইবে।

(জ) 'নমুনা' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৪ তদধীন বিধিমালার বিধান অনুসারে আটককৃত কোন বস্তুর প্রকৃতি ও পরিচিতি নির্ধারক অংশ বিশেষ, কিংবা উক্ত বস্তুর আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, অবস্থা উপযোগিতা ও গুণাগুণ প্রমাণে সহায়ক কোন কিছুকে বুঝাইবে।

(ঝ) 'নিলাম' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৪ এর বিধান মোতাবেক কোন বস্তু বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর, কিংবা উক্ত আইনের ধারা ৩২৫ বা ৪৫-এর বিধান মোতাবেক, কিংবা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন- ১৯৯০ ও

তদধীন বিধিমালার বিধান মোতাবেক উক্ত বস্তু সংরক্ষণের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বোচ্চ পরমাণ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় ও হস্তান্তর করাকে বুঝাইবে।

(ঞ) 'নিষ্পত্তি' বলিতে আটককৃত কোন বস্তু সম্পর্কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৫ এবং ৪৫ অনুসারে গৃহীত নিকাশমূলক চূড়ান্ত কার্যক্রমকে বুঝাইবে।

(ট) 'বস্তু' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৪৫-এ উল্লিখিত বাজেয়াপ্তযোগ্য, আটকযোগ্য, বাজেয়াপ্তকৃত, কিংবা আটককৃত যে কোন কিছুকে বুঝাইবে।

(ঠ) 'বাজেয়াপ্ত' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৩৩ ও ৩৪ ধারা মোতাবেক মাদক অপরাধের সংগে সম্পর্কিত যে কোন দ্রব্য বা বস্তুর উপর হইতে, উহার মালিকের বা স্বত্ত্বাধিকারীর কর্তৃত্ব, অধিকার, স্বত্ত্ব, নিয়ন্ত্রণ, দখল ইত্যাদি খর্ব করিয়া উহাতে সরকার, কিংবা সরকারের পক্ষে মহাপরিচালক এর অধিকার, কর্তৃত্ব, দখল, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকে বুঝাইবে।

(ড) 'বাজোয়াপ্তযোগ্য দ্রব্য' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৩-এ বাজেয়াপ্তযোগ্য বলিয়া উল্লিখিত যে কোন কিছুকে বুঝাইবে।

(ঢ) 'বিধিমালা ' বলিতে আটককৃত বস্তুর সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০১০ বুঝাইবে।

(ণ) 'ব্যবহার' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর অধীন আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত কোন বস্তুকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর প্রয়োগে সহায়ক কোন কার্যক্রমে ব্যবহার করাকে বুঝাইবে।

(ত) 'ম্যানুয়াল' বালিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর অধীন কার্যকর ম্যানুয়ালকে বুঝাইবে।

(থ) 'রাসায়নিক পরীক্ষক' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৫০ এর অধীন নিয়োগকৃত যে কোন রাসায়নিক পরীক্ষককে বুঝাইবে।

(দ) 'সংরক্ষণ' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কিংবা তদধীন বিধিমালার অধীন আটককৃত কোন বস্তু আটক সময় হইতে উহার নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩২, ৩৫, ৩৬ ,৩৯ ,৪১, ৪২, ৪৪ ও ৪৫ মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা এবং স্বযত্নে উহার ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাসকে বুঝাইবে।

(ধ) 'হস্তান্তর' বলিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৫ কিংবা ৪৫-এর বিধান মোতাবেক কোন আটককৃত বস্তুকে সরকার কিংবা সরকারের পক্ষে কাজ করিতেছেন এমন কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর কোন বিধান মোতাবেক স্বীকৃত কোন কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ পূর্বক কিংবা বিনামূল্যে প্রদান করাকে বুঝাইবে।

৪। আটক বা জব্দ ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এবং দতধীন বিধিমালা ও ম্যানুয়ালের বিধানাবলী এবং ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান ব্যতীত কোন বস্তু আটক বা জব্দ করা যাইবে না।

(২) কোন বস্তু আটক করিতে হইলে তাহা অবশ্যই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩২, ৩৩, ৩৬, ৪১ ও ৪২ এর বিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং উক্ত বস্তু মাদক অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিংবা মাদক অপরাধ প্রমাণে সহায়ক হইতে হইবে।

(৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এবং তদধীন বিধিমালা ও ম্যানুয়ালে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে কেহ কোন বস্তু আটক করিতে পারিবেন না।

(৪) যে কোন আটক ঘটনার অব্যবহিত পরে উক্ত আটক সম্পর্কে আটককারী কর্মকর্তা তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট তফসিলে বর্ণিত ২ নং ফরম আটকের তারিখ, সময়, স্থান, অভিযুক্তের নাম, ঠিকানা, আটককারীর নাম ও পদবী, আটককৃত বস্তুর বিবরণ, পরিমাণ, প্রকার, মূল্য, অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের বর্ণনা ও ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) আটককৃত বস্তু অবশ্যই ঘটনাস্থল হইতে স্থানান্তর করিয়া আটককারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণ, দখল ও হেফাজতে লইতে ইহাবে। তবে যে সকল বস্তু শারীরিকভাবে স্থান্তান্তর করা সম্ভব নয়, সেই সকল বস্তু, যথা ঃ জায়গা জমি, ঘরবাড়ী, ভবনাদি, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা, ব্যাংক, হিসাব, শেয়ার ইত্যাদি এবং উহার মালিকানা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কিত দলিলাদি আটক ও জব্দপূর্বক আটকারী কর্মকর্তা উপস্থিত সাক্ষীদের স্বাক্ষর সম্বলিত ফরম নং-৩ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত লেবেল সহযোগে সীলগালাপূর্বক আবদ্ধ করিয়া কিংবা তালাবদ্ধ করিয় উহার উপর হইতে উহার স্বত্ত্বাধিকারী বা নিয়ন্ত্রণকারীর অধিকার, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিজ দখলে লইবেন এবং এই ব্যাপারে উহার মালিককে অবহিত করিবেন।

(৬) আটককৃত বস্তু ঘটনাস্থল হইতে বহন বা স্থানান্তর করিয়া আনয়নের সময় যাহাতে বিনষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত, বিকৃত বা এর কোন রকম তছরূপ না হয়, আটককারী কর্মকর্তা সেই বিষয়ে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করিবেন।

(৭) আটকের সময় তফসিলে বর্ণিত ১নং ফরমে আটক বা জব্দ তালিকা প্রণয়ের পর যাহার ঘরবাড়ী, জায়াগাজমি, যানবাহন, স্থাপনা ইত্যাদি তল্লাশি করা হইয়াছে, বা যাহার নিয়ন্ত্রণ ও দখল হইতে কোন দ্রব্য বা বস্তু আটক করা হইয়াছে, জব্দ তালিকার উপরে যথাথ প্রাপ্তিস্বীকার মর্মে তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক উক্ত তালিকার একটি কপি তাহাকে বা তাহাকে বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রদান করিতে হইবে।

(৮) আটককৃত বস্তু যদি ক্ষয়িষ্ণু, পচলশীল, জনস্বস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং বহন, স্থানান্তর ও সংরক্ষণের অযোগ্য হয় তাহা হইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৪৫ ধারার বিধানমতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে ও সত্যায়নে উহার পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক এই ব্যাপারে ১ নং ফরমভুক্ত জব্দ তালিকায় যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবার পর উহার নমুনা গ্রহণ করিবেন। বস্তুটির পরিচিতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন থাকিলে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পৃথক নমুনা সাক্ষীদের স্বাক্ষর সম্বলিত ৩নং ফরমভুক্ত লেবেল দ্বারা সীলপূর্বক সংরক্ষণ ও গ্রহণের পর অভিযানের দলনেতা বাকী বস্তু ধ্বংস কার্য সম্পাদনের সময় যাহাতে পরিবেশ দূষণ না হয়, কাহারো ক্ষয়ক্ষতি না হয়, কিংবা কোনরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে সেই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে হইবে।

(৯) আটককৃত যে সকল বস্তু স্থানান্তর অথবা বহনযোগ্য নয় এবং একই সঙ্গে ধ্বংসযোগ্যও নয়, (যেমন জায়গাজমি, ঘরবাড়ি, ভবনাদি, স্থাপনা, স্থানান্তরের অযোগ্য যন্ত্রপাতি, বৃক্ষাদি ইত্যাদি) সেই সকল বস্তু উহার মালিক, কিংবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিয়োজন করা হইবে না এবং চাহিবামাত্র আদালতে সমর্পন করা হইবে এই মর্মে যথাযথ মুচলেকা গ্রহণপূর্বক জিম্বায় রাখা যাইতে পারে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আটককারী কর্তৃক এই সকল আটককৃত বস্তুর পাহারাদার বা ব্যবস্থাপকও নিয়োগ করা যাইতে পারে।

(১০) কোন বস্তু আটকের পর উহা স্থানান্তরের অযোগ্য হইলে উহার মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ ও দখল সংক্রান্ত কাগজপত্র দলিলাদি ইত্যাদি নিজ দখলে লইবার পর উক্ত বস্তু উহার মালিক বা স্থানীয় কাহারো জিম্মায় রাখা হইলে জিম্মাদার যাহাতে উক্ত বস্তুর কোন, পরিবর্তন, স্থানান্তর ইত্যাদি করিতে না পারেন সেই জন্য আটককারী কর্মকর্তা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৪৭ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা নিবেন।

(১১) আটককৃত বস্তু যদি কোন স্থাবর না হইয়া অধিকার, স্বত্ত্ব, ক্ষমতা, ইত্যাদি, যথা ঃ ব্যাংক হিসাব, শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ডিবেঞ্চার, কিংবা কাগজপত্র বা দলিল জাতীয় সম্পদ হয়, তবে উহা যথাযথভাবে আটক বা জব্দ তালিকার, মাধ্যমে আটকপূর্বক এই সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৪৭ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা লইতে হইবে।

৫। আটক বা জব্দকৃত বস্তুর নমুনা গ্রহণ ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর বিধান মোতাবেক কোন বস্তু আটক করা হইলে ঘটনাস্থলেই উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে এবং সাক্ষীদের স্বাক্ষর ও বস্তুর বর্ণণা সম্বলিত ৩ নং ফরমভুক্ত লেবেলের আওতায় যথাযথভাবে সীলগালা অবস্থায় উক্ত বস্তুর কমপক্ষে ৩টি নমুনা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) আটককৃত বস্তুর প্রকৃত সংখ্যা ও পরিমাণ, আকার, আকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ বর্ণনাকে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদনের জন্য বস্তু সমূহের আলোচিত্র/ভিডিও চিত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি, সাক্ষী এবং আটককারী কর্মকর্তাসহ অভিযানকারী দলের উপস্থিতি স্পষ্ট বুঝা যায়।

(৩) গৃহীত নমুনা সম্ভবমত পানি ও বায়ুরোধক প্যাকেটে উহার বর্ণনা ও সাক্ষীদের স্বাক্ষর সম্বলিত লেবেল সহকারে এমনভাবে সীলগালা করিতে হইবে যাহাতে উক্ত প্যাকেটে খুলিতে বা ভাঙ্গিতে গেলে লেবেল এবং সীল নষ্ট হইয়া যায়।

(৪) যে সীল দ্বারা আটক বস্তু হইতে গৃহীত নমুনা সীলগালা করিতে হইবে সেই সীলটি অবশ্যই আটককারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার প্রধান কর্তৃক দাপ্তরিকভাবে সরবরাহকৃত বিশেষ নিরাপত্তা চিহ্ন ও পরিচিতিমূলক ক্রমিক নম্বরটি যাহাতে সুস্পষ্টভাবে গঠন বা দর্শনযোগ্য হয় সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৫) আটককারী কর্মকর্তা আটককৃত বস্তু এবং উহার নমুনা সীলগালা করিবার সময় নিজস্ব সীল ছাড়াও যাহার নিকট হইতে আটক করা হইবে তাহার যদি কোন সীল থাকে তবে উক্ত সীলও আটককারী কর্মকর্তার সীলের পাশাপাশি স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা লইবেন। যদি যাহার বস্তু আটক করা হইতেছে, তিনি এইরূপ কোন সীল সরবরাহ করিতে অস্বীকার করেন, অপরাগতা প্রকাশ করেন কিংবা আদৌ যদি এইরকম কোন সীল তাহার না থাকে, তবে সেই বিষয়েও আটক তালিকায় সাক্ষীদের সম্মুখে ও গোচরে বিশেষ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) আটককৃত বস্তুর সংগৃহীত এবং সীলকৃত **নমুনা ৩টি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মামলার নথির সঙ্গে হস্তান্তর করিতে হইবে।** উক্ত ৩টি নমুনার একটি **তদন্তকারী কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের** হেফাজতে থাকিবে এবং ২টি নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রাসায়নিক পরীক্ষক **১**টি নমুনা পরীক্ষা করিবেন এবং অপর নমুনাটি, **উহার হেফাজতকারী কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ, কিংবা** সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতের নিকট হইতে কোন নির্দেশনা না পাইলে কমপক্ষে **১** বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ **করিবা পর অত্র বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিস্পত্তি করিবেন।**

(৭) সাধারণভাবে পানি ও বায়ুরোধক প্যাকেটে, কাঁচের কিংবা প্লাষ্টিকের বোতলে কিংবা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং সীলগালা করা সহজ এমন কোন পাত্রে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৮) সাধারণভাবে তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কমপক্ষে **১০০** মিঃ লিঃ এর কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে কমপক্ষে **১** গ্রাম পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে আটককৃত বস্তুর মোট পরিমাণ যদি ইহার চাইতে কম হয়, তবে আটককৃত বস্তুর কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ, কিংবা যেই পরিমাণ বস্তু রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য ন্যুনতম প্রয়োজন, সেই পরিমাণ বস্তু রাসায়নিক পরীক্ষার নমুনা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি **ক্ষেত্র বিশেষে আটককৃত বস্তুর সবটুকুই রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যথাযথ আদালতের গোচরে ও অনুমতিক্রমে উহা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।**

(৯) আটককৃত বস্তু যদি কোন সীলকৃত শিশি, বোতল, এ্যাম্পুল, বা এ জাতীয় জিনিস হয় তাহা হইলে উক্ত সীলকৃত শিশি বোতল বা এ্যাম্পুলকে অক্ষত অবস্থায় নমুনা হিসেবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে একই ভাবে সীল বা এ্যাম্পুলজাত করা একই ব্যাচের একাধিক শিশি/বোতল বা এ্যাম্পুলের যে কোন একটি পুরা ব্যাচের প্রতিনিধিত্বকারী বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) আটকের পর কোন বস্তু সাক্ষীদের স্বাক্ষর সম্বলিত লেবেল দ্বারা সীলগালা করা হইলে একমাত্র উক্ত সাক্ষীদের সম্মুখে, কিংবা যথাযথ আদালতের সম্মুখে ব্যতীত উহার সীল ভাঙ্গা, খোলা, কিংবা সীলকৃত বস্তু হইতে কোন কিছু বাহির করা যাইবে না।

(১১) আটক বস্তু ঘটনাস্থলে সীল করিবার সময় রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য নমুনা গ্রহণের পর পুনরায় উহার রাসায়নিক পরীক্ষার নমুনা গ্রহণ করিতে হইলে একমাত্র যথাযথ আদালতের সম্মুখে ও অনুমতি ব্যতিরেকে উক্তরূপ নমুনা গ্রহণ করা যাইবে না।

৬। আটককৃত বস্তুর সংরক্ষণ ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর আওতায় বাজেয়াপ্তযোগ্য অথবা অপরাধ প্রমাণে সহায়ত আটককৃত সকল বস্তুই আটকের পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালতে সোপর্দ করিতে হইবে।

(২) কোন কারণে বিজ্ঞ আদালত আটককৃত ও সোপর্দকৃত বস্তু রাখিতে অপরাগতা প্রকাশ করিলে, কিংবা উক্ত বস্তুকে উহার আটককারী কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে রাখার অনুমতি বা নির্দেশ দিলে, সেই ক্ষেত্রে আটককারী কর্মকর্তা তদন্ত কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বস্তু সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আলামতখানায় সংরক্ষণ কারিতে পারিবেন।

(৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর বিধিান মোতাবেক আটককৃত কোন বস্তু উক্ত আইনে আটকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তদন্তকারী কর্মকর্তা, মামলা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা সংশ্লিষ্ট আদালত ব্যতীত অন্য কেহ বহন, ধারণ বা সংরক্ষণ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবেন ন।

(৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর আওতায় কোন বস্তু বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর কিংবা বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আপীল হইলে আপীলের সময়সীমা পার হওয়ার পর, উহা মহাপরিচালকের নিকট নিষ্পত্তি / বিলিবন্দেজের জন্য ফেরত দানের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আদালত কিংবা আদালতের অনুমোদনক্রমে উহার সংরক্ষণ বা হেফাজতকারী কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৫) আটককৃত কোন বস্তু সম্পর্কে আদালতে মামলা দায়ের করিবার পর বস্তুটি আদালতে সোপর্দ করা না হইলে সাধারণভাবে বস্তুটি উক্ত মামলার তদন্ত রিপোর্ট দাখিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার হেফাজতে থাকিবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতিক্রমে উহা তদন্তকারী কর্মকর্তা কিংবা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৩৬ কিংবা ৪৫ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকটও বস্তুটি সম্পর্কে আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ না হওয়া পর্যন্ত থাকিতে পারিবে।

(৬) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর আওতায় তদন্তের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুসারে আটককৃত বস্তু সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আলামতখানা বা মালাখানায় সংরক্ষণ করিবেন। এইরূপ মালাখানা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের কর্মস্থলে যতদূর সম্ভব নিরাপত্তা, সুরক্ষিত ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সম্বলিত হইতে হইবে।

(৭) প্রতিটি আলামতখানা বা মালখানার দায়িত্বে উপ-পরিদর্শক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার অধিক্ষেত্র আছে এমন একজন কর্মকর্তাকে সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৮) আলামতখানায় বা মালখানায় সংরক্ষণের সময় প্রত্যক আটক বস্তুর রাসায়নিক চরিত্র ও প্রকার-প্রকরণ অনুসারে শ্রেণিকারণ ও বিভাজন করিতে হইবে।

(৯) প্রত্যেক আটককৃত বস্তু যথোপযুক্ত প্যাকেট, শিশি, বোতল, বাক্স, ব্যাগ, মোড়ক ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উহার সনাক্তকরণের জন্য উহার গায়ে উহার পরিচিতিমূলক বর্ণনা, পরিমাণ, সংখ্যা ও অবস্থা সম্বলিত লেবেল ও সনাক্তকরণ চিহ্ন সংযোজন পূর্বক ইহাকে যথাযথভাবে সীলগালা করিয়া রাখিতে হইবে।

(১০) আটককৃত, মূল্যবান ধাতবদ্রব্য, অন্যকোন মূল্যবান বস্তু, কিংবা অতিমূল্যবান মাদকদ্রব্য প্রথমতঃ আদালতে জমা দিতে হইবে। কোন কারণে আদালত জমা রাখিতে অপরাগত প্রকাশ করিলে সরকারি ট্রেজারীতে সীলকৃত অবস্থায় রাখিতে হইবে। কোন কারণে ট্রেজারী এইগুলি রাখার অপরাগতা প্রকাশ করিলে ক্ষেত্রমত আটককারী কর্মকর্তা বা দতন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় কর্মস্থলে রক্ষিত সিন্ধুক, ভল্ট কিংবা মজবুত ষ্টিলের আলমারীতে বিশেষভাবে নিরাপত্তামূলক সীলগালাকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১১) অতি জরুরী কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত কিংবা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই টাকা পয়সা কিংবা মুল্যবান কোন বস্তু কোন কর্মকর্তার বাসগৃহে বা ব্যক্তিগত হেফাজতে রাখা যাইবে না।

(১২) আটককৃত টাকা পয়সা আদালত, ট্রেজারী, কিংবা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে রাখা না গেলে কিংবা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হইলে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে এতৎউদ্দেশ্যে কোন তফসিলি ব্যাংকে **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপআঞ্চলিক কর্মকর্তার পদবীতে লকার ভাড়া করিয়া সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে** সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং **প্রতি ৩ মাস পর মহাপরিচালকের নিকট** এরূপ সংরক্ষিত টাকা পয়সার হিসাব বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৩) দাহ্য, বিস্ফোরণযোগ্য এবং বিষাক্ত বস্তুকে অব্যশই পৃথকভাবে বিশেষ নিরাপত্তা সহকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১৪) তাড়ী, ওয়াশ, পচুই বা অনুরূপ পচনশীল বস্তুর নমুনা গ্রহণ কালে সম্ভব হইলে তাহাতে প্রয়োজন মত পচন বা গাজন বিরোধী পাউডার বা রাসায়নিক বস্তু সংমিশ্রণ করা যাইতে পারে।

(১৫) ব্যাংক একাউন্ট, বীমা, শেয়ার, জমিজমা, ঘরবাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মিলকারখানা, যানবাহন, পরিবহন সংস্থা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও পরিচালনা করিতে হইলে উহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করিতে হইবে এবং এইগুলির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ আর্থিক ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১৬) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এবং তদধীন বিধিমালার আওতায় বৈধ লাইসেন্সধারী/মাদকদ্রব্যের পারমিটধারী ব্যক্তির নিকট হইতে কোন বস্তু আটক করা হইলে এবং বস্তুটি যদি তৎক্ষনাৎ বহন বা স্থানান্তরের অযোগ্য হয় তাহা হইলে উক্ত বস্তু সম্পর্কে পরিদর্শন প্রতিবেদনে যথাযথ বর্ণনা লিপিবদ্ধকরণপূর্বক উহা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সীলগালা করিয়া লাইসেন্সধারী/পারমিটধারী ব্যক্তির নিকট হইতে উহার কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি, তছরুপ বা পরিবর্তন করা হইবেনা মর্মে **তফসিলে বর্ণিত ৪ নং ফরমে** মুচলেকা গ্রহণপূর্বক উহা চাহিবামাত্র হাজির করা হইবে শর্তে লাইসেন্সীর জিম্মায় রাখা যাইবে এবং এই বিষয়ে আটককারী কর্মকর্তা অবশ্যই তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা এবং যেক্ষেত্রে আটক ঘটনার বিষয়ে মামলা দায়ের করা হইবে সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালতকে এইরূপ জিম্মায় রাখা সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

৭। আটক বস্তুর হিসাব সংরক্ষণ ঃ

(১) আটককৃত যেকোন বস্তু সংরক্ষণের জন্য তফসিলে বর্ণিত ৫ নং ফরমে যথাযথ হিসাব বহি বা রেজিষ্টার ব্যবহার করিতে হইবে। উক্ত রেজিষ্টারে আটককৃত বস্তু বা আলামতের নাম, আটকের তারিখ, আটকের স্থান, আসামীর নাম ও ঠিকানা, আটককারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী, মামলা নম্বর, আটক বস্তুর বিবরণী, মোড়ক, প্যাকেট, বাক্স, বোতল ইত্যাদির সংখ্যা, পরিমাণ, আটক বস্তুর মামলা ভিত্তিক মোট পরিমাণ, রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল, মামলার অবস্থা, বাজেয়াপ্ত হইয়াছে কিনা, মূল্য, ইত্যাদির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) আটক বস্তুর সংরক্ষণকারী কর্মকর্তা প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথভাবে যাচাই ও পরীক্ষণপূর্বক আটক বস্তুর হিসাব ও সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) সংরক্ষণ অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে, দুর্ঘটনার কারণে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনভাবে আটক বস্তুর কোন পরিবর্তন, ক্ষয়ক্ষতি বা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে সংরক্ষণকারী কর্মকর্তা তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরী করিয়া উক্ত ডায়েরীর কপিসহ সংশ্লিষ্ট আদালত এবং তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং হিসাব রেজিষ্টারে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট আদালত বা মহাপরিচালকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে হইবে।

৮। আটককৃত বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ঃ

(১) আটককৃত বস্তু যদি কোন কোম্পানী, ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার, ব্যাংক হিসাব, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, ডিবেঞ্চার বা এই জাতীয় বস্তু হয় যাহার কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যাপারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৪৭ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয় তাহা হইলে উক্ত বস্তুর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য আটককারী কর্তৃপক্ষ আদালতের অনুমতি নিয়া ব্যবস্থাপক ও পরিচালনাকারী নিয়োগ করিবেন।

(২) বিধি ৮(১) এর অধীন নিযুক্ত ব্যবস্থাপক বা পরিচালকনাকারী আটক বস্তু পূর্ববত যেই ভাবে পরিচালিত হইতো একইভাবে ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা করিবেন। তবে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে এবং বিদ্যমান আইন ও বিধি বিধানের আওতায় সম্ভব হইলে কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর পরিবর্তন, সংযোজন বিয়োজন ইত্যাদি ক্ষমতা তাহার থাবিবে।

(৩) বিধি ৮(১) এর অধীন আটক সম্পদ পরিচালনা ব্যয় সাধারণভাবে উহার আয় হইতে নির্বাহ করিতে হইবে। ক্ষেত্র বিশেষে উহার জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন হইলে সরকারের অনুমোদনক্রমে এই ব্যাপারে মহাপরিচালক যাবতীয় ব্যবস্থা নিবেন।

(৪) আটক বস্তুর ব্যাবস্থাপনা ও পরিচালনা হইতে উদ্ভুত যাবতীয় আয় ও সম্পদ উক্ত বস্তু তথা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গেই সম্পৃক্ত থাকিবে। তবে বস্তুটি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর তাহার সমুদয় অংশ জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিলে জমা দিতে হইবে।

(৫) আটক বস্তু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাকালে উহার কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংস্কার, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদি করিতে হইলে তাহা যথাযথ আদালতের অনুমোদনক্রমে করিতে হইবে।

(৬) আদালতের অনুমতিক্রমে কোন বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কালে উক্ত বস্তুর কোন পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, কিংবা ক্ষয় ক্ষতি ইত্যাদির জন্য উক্ত বস্তুর মালিকপক্ষ কোন আদালতে মামলা করিতে পারিবেন না, কিংবা উহার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

৯। আটককৃত বস্তুর নিরাপত্তা বিধান ঃ

(১) আটককৃত বস্তু যতদূর অগ্নিনিরোধক ঘরে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অগ্নি নির্বাপনের জন্য সম্ভব মত সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) আটক বস্তু *সংরক্ষরে জন্য নির্ধা*রিত আলামতখান বা মালখানা পাকা ঘর এবং মজবুত জানালা-দরজা সম্বলিত হইতে হইবে। ঘরের মেঝে এবং দেওয়াল যাহাতে স্যাঁতসেঁতে বা ড্যাম্প না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাতাস চলাচলের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত বায়ু আগমন ও নির্গমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) আটক মালামাল এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, জল্লোচ্ছাস, বন্যা, বজ্রপাত প্রভৃতি ঘটনা হইতে উহার কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়।

(৪) পোকামাঁকড়, ইঁদুর কিংবা কীটপতঙ্গ যাহাতে আটক বস্তু বিনষ্ট করিতে না পারে তাহার জন্য আলামতখানায় পোকামাঁকড়, ইঁদুর ও কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৫) আটককৃত বস্তুর সংরক্ষণের ঘরটি অবশ্যই উহার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দরজায় মজবুত তালা দ্বারা তালাবদ্ধ কর্মকর্তা কর্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ আলামতখানায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ভিন্ন অন্য কেহ আলামতখানায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অবশ্যই উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তার অনুমতি লইতে হইবে।

(৬) আলামতখানার হেফাজতকারী ছাড়া অন্য কেহ আলামত খানায় প্রবেশ করিলে যতবার আলামত খানায় প্রবেশ করিতে হইবে ততবার এতৎউদ্দেশ্যে তফসিলের ৬ নং ফরমে সংরক্ষিত রেজিষ্টারে প্রবেশকারীর নাম পদবী ও প্রবেশের তারিখ, সময়, অবস্থান কাল এবং উদ্দেশ্যে সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবেশকারী ও হেফাজতকারী উভয়ে স্বাক্ষর করিবেন।

(৭) পচনশীল, ক্ষয়িষ্ণু, দাহ্য, বিষাক্ত এবং বিস্ফোরণযোগ্য বস্তুকে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সংরক্ষণ করা যাইবে না। বাস্পীভূত হইতে পারে এমন পদার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাহা যাহাতে বাস্পীভূত না হয়, তরল পদার্তের ক্ষেত্রে উহার পাত্র যাহাতে না ভাঙ্গিয়া যায় বা ছিদ্র না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পচনশীল বা গন্ধ বা যুক্ত বস্তু যাহাতে গন্ধ ছড়াইতে না পারে তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বমন করিতে হইবে।

(৮) বিষাক্ত, দাহ্য এবং বিস্ফোরক দ্রব্য নাড়াচাড়া করিবার সময় হ্যান্ডগ্লাভস, মাস্ক, নিরাপদ চশমা এবং বিশেষ নিরাপত্তামূলক পোষাক পরিধান করিতে হইবে।

(৯) প্রত্যেক আলামতখানায় বা মালখানায় সংরক্ষিত আটকবস্তুর নিরাপত্তা বিধানের জন্য উপযুক্তএবং প্রয়োজনমত র‍্যাক বা তাক, আলমারী, ট্রাংক, সুটকেস, বাক্স কিংবা সিন্ধুকের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) কোন কারণে আটককৃত বস্তুর সংরক্ষণ স্থানে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইলে, কোন দূর্ঘটনা ঘটিলে, চুরি, ডাকাতি হইলে, কিংবা সংরক্ষিত বস্তুর ক্ষয়ক্ষতিজনিত কোন ঘটনা ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ উক্ত আলামতখানা/মালাখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই ব্যাপারে থানায় সাধারণ ডায়েরী করিবেন এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আদালত এবং উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

১০। আলামতখানা বা মালখানা পরিদর্শন ঃ

(১) আটককৃত বস্তু সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত আলামতখানা বা মালখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা প্রতি তিন মাসে একবার আলামতখানা পরিদর্শন ও এখানে সংরক্ষিত যাবতীয় বস্তুর সম্ভার যাচাই করিবেন এবং সংরক্ষিত কর্মকর্তাকে লিখিত প্রতিবেদন দিবেন।

(২) উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা বছরে কমপক্ষে একবার আলামতখানা পরিদর্শন করিবেন এবং এ ব্যাপারে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) মহাপরিচালক কর্তৃক বিশেষভাবে দায়িত্ব অর্পিত না হইলে আলামতখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী এবং অধিক্ষেত্র আছে এমন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেহ আলামতখানা পরিদর্শন করিতে পারিবেন না।

১১। ঘটনাস্থলে আটককৃত বস্তুর নিষ্পত্তি/বিরিবন্দেজ ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৩ এর বিধানমতে বাজেয়াপ্তযোগ্য এবং আটককৃত কোন বস্তুর যদি কোন বৈধ ব্যবহার থাকে, কিংবা বস্তুটি যদি পচনশীল, ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, সংরক্ষণের জন্য ঝামেলাপূর্ণ, বিপদজনক, কিংবা বহন বা সংরক্ষণের জন্য আসাধ্য পরিমাণে হয় তাহা হইলে উক্ত আইনের ধারা ৪৫এর উপ-ধারা (৪) এর বিধানবলে উহা ঘটনাস্থলে নিলামে বিক্রয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(২) আটককৃত বস্তু যদি পচনশীল হয় এং কোন বৈধ উপযোগিতাসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহার গুণগত প্রকৃতি ও আকার আকৃতি অনুসারে উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে মাটিতে ঢালিয়া ফেলিয়া, আগুনে পোড়াইয়া ডাঙ্গিয়া, পরিবশে দূষিত না হয় এমনভাবে কোন মুক্ত জনস্রোতে ফেলিয়া দিয়া কিংবা কোন রাসায়নিক দ্রব্য সহকারে উহার ব্যবহারিক উপযোগিতা ও গুণাগুণ এমনভাবে বিনষ্ট করিতে হইবে যাহাতে বস্তুটি আর কোন ভাবেই কেহ ব্যবহার করিতে না পারে।

(৩) বস্তুটির যদি কোন বৈধ ব্যবহারিক উপগোগিতা থাকে এবং ঘটনাস্থলে বৈধভাবে উহার ধারণ ও সংরক্ষণ করার মত ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে সর্বোচ্চ নিলাম ডাকের মাধ্যমে বস্তুটি তাহার নিকট বিক্রয় করা যাইতে পারে। এইরূপ নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিলামের সমূদয় টাকাই অভিযানে নেতৃত্বদাকারী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কিংবা অন্যান্য সংস্থার সর্বোচ্চ পদধারী কর্মকর্তা ডি সি আর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট) ফরমের মাধ্যমে গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত ডিসিআর এর অনুলিপি এবং নিলাম ডাকের বিক্রয় লব্ধ টাকাসহ এই ব্যাপারে উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা আটককৃত বস্তুর ঘটনাস্থলে নিলাম ডাকের বিক্রয়কৃত এইরুপ টাকা প্রাপ্তির পর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিলে জমা দান করিবেন এবং এই ব্যাপারে মহাপরিচালকের কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন দিবেন।

(৫) বৈধ ব্যবহার বা উপযোগিতা নাই এমন মাদকদ্রব্য কিংবা মাদকদ্রব্য তৈরীর উপাদান, উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ছাড়া অন্য কোন বস্তু এইরূপ ঘটনাস্থলে ধ্বংস করা যাইবে না। বৈধ উপযোগিতা সম্পন্ন এবং বৈধভাবে সংরক্ষণযোগ্য মাদকদ্রব্য বৈধভাবে সংরক্ষণের অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে ছাড়া আর কাহারো নিলামে বিক্রয় করা যাইবে না।

(৬) আটককৃত বস্তু যদি শারীরিক বা বস্তুগতভাবে আটক করা না যায় যথা-বস্তুটি যদি কোন ঘরবাড়ী, ভবন, স্থাপনা, জমি, ব্যাংক হিসাব, শেয়ার বা কোন সম্পত্তির মালিকানা কর্তৃত্ব ইত্যাদি হয়, তাহা হইলে আটককারী কর্মকর্তা উক্ত বস্তু উহার স্বত্ত্ব ও মালিকানা সম্পর্কিত কাগজপত্র ইত্যাদিসহ যথযথ জব্দ তালিকা প্রস্তুতপূর্বক আটক করিয়া হেফাজতে লইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি লিখিত আদেশ জারী করিয়া স্থানীয় কোন গণমান্য ব্যক্তি, অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনজীবী, জনপ্রতিনিধি অথবা উপযুক্ত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের ৪ নং ফরমে যথাযথ মুচলেকা সম্পাদনের মাধ্যমে জিম্বায় প্রদান করিতে পারিবেন এবং এরই বিষয়ে অনতিবিলম্বে উক্ত অপরাধের বিচারের ক্ষমতা সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট আদালতকে আটককারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) যে সকল ক্ষেত্রে আটক বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপক বা পরিচালনাকারী নিয়োগ প্রয়োজন সেই সকল ক্ষেত্রে অত্র বিধিমালার ৮ নং ক্রমিকের বিধানাবলী অনুসরণীয়।

(৮) আটক বস্তুটি যদি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স/পরমিট সম্পৃক্ত এবং কোন লাইসেন্স/পরমিটধারীর হয় **তাহা হইলে অত্র বিধিমালার ৬(১৬) বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।**

১২। আটককৃত বস্তু আদালতে হাজির করা ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৪৫ ধারা মোতাবেক ঘটনাস্থলে নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজকৃত বস্তু ব্যতিত আটককৃত সকল বস্তুই যত দ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট আদালতে সোপর্দ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে উক্ত বস্তুর প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে তাহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) আটক বস্তু আদালতে হাজির করিবার সময় পথিমধ্যে যাহাতে উহার কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়, কিংবা তাহা লুটতরাজ হওয়া, বেহাত হওয়া, চুরি হওয়া কিংবা উহার কোনরুপ বিকৃতি বা পরিবর্তন হওয়াজনিত ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়ে উক্ত বস্তুর হেফাজতের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাবতীয় নিরাপত্তা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) আটককৃত বস্তু যদি স্থানান্তরে অযোগ্য হয় কিংবা উহার পরিমাণ যদি বিপুল এবং বহন করা ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক হয় সেইক্ষেত্রে উহার হেফাজতকারী কর্মকর্তা উক্ত বস্তু আদালতে বহন না করিয়া উহার সংরক্ষণ স্থান বা আলামতখানায় আসিয়া যাচাই করিবার জন্য বিজ্ঞ আদালতের নিকট উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য কিংবা উক্ত বস্তুর নমুনা বা মালিকানা সংক্রান্ত দালিলাদি আদালতে হাজির করিবার অনুমতি জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। তবে এই ভাবে বস্তুর নমুনা আদালতে হাজির করা হইলে উক্ত বস্তুর প্রকৃত পরিমাণ বুঝিবার জন্য উহার আলোক চিত্রও নমুনার সঙ্গে আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আটককৃত বস্তুর হেফাজতকারী কর্মকর্তা প্রতি সপ্তাহে ১ম সপ্তাহে সংরক্ষিত যাবতীয় বস্তুসহ আদালতে জমা প্রদানকৃত বস্তুর একটি বিস্তারিত মাসিক হিসাব বিবরণী উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন। উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা তার অধিক্ষেত্রের এরূপ যাবতীয় হিসাব বিবরণী আঞ্চলিক কর্মকর্তা বরাবর এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তা উহা মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

১৩। আটককৃতবস্তু বাজেয়াপ্তকৃতকরণ ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৩২ ও ৩৩ ধারায় বাজেয়াপ্তযোগ্য না হইলে কোন কিছু বাজেয়াপ্ত করা যাইবে না।

(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ৩৪ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত, কিংবা মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেহ আটককৃত বস্তু বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন না।

(৩) আটককৃত কোন বস্তু যদি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৪ এর (১) মোতাবেক বাজেয়াপ্তযোগ্য হয় তাহা হইলে আটককারী কর্মকর্তা/তদন্তকারী কর্মকর্তা/মামলা পরিচালকনাকারী কর্মকর্তা অবশ্যই মামলার যাবতীয় কাগজপত্র আইনের যথাযথ ধারা উল্লেখপূর্বক এইরুপ বাজেয়াপ্ত ব্যাপারে উল্লেখ করিবেন এবং বিচার চলাকালে এই বিষয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া বিজ্ঞ আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৪) কোন মামলার রায় ঘোষণার পর কোন কারণে উক্ত মামলাসূত্রে আটককৃত বস্তুটি বাজেয়াপ্তির ব্যাপারে বিজ্ঞ আদালত যদি কোন সিদ্ধান্ত না দেন তাহা হইলে বস্তুটির আটকারী কর্মকর্তা/তদন্তকারী কর্মকর্তা/মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা উক্ত রায়ের উপর আপীলের সময়সীমা পার হওয়অর পর উক্ত বস্তু বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য অবশ্যই যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করিবেন।

(৫) মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৪(২) এর বিধান মোতাবেক কোন আটকবস্তু বাজেয়াপ্ত করিতে হইলে বস্তুটির আটক স্থানের আশেপাশে এবং আটক স্থানের অধিক্ষেত্র সম্পন্ন জন প্রতিনিধির অফিস, থানা এবং জনমসাগমের স্থানসমূহের ক্ষেত্র মত

মাইকযোগে ঘোষণা করিয়া, ঢেরা পিটাইয়া, লিখিত নোটিশ জারী করিয়া কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত উপায়ে উক্তর বাজেয়াপ্তির বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ প্রদান মর্মে নোটিশ জারী করিবেন।

(৬) কোন বস্তু বাজেয়াপ্তকরণের উদ্দেশ্যে জারীকৃত নোটিশের জবাবে কেহ উক্ত বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে কিংবা উক্ত বস্তুর মালিকানা দাবী করিলে, যথাযথ তদন্তে প্রাপ্ত উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া এইরূপ আপত্তি কিংবা মালিকানার দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৪। আটককৃত বস্তুর ব্যবহার ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৫ কিংবা ৪৫-এর বিধান মোতাবেক আটককৃত কোন বস্তু ব্যবহার করিতে হইলে ব্যবহারে পূর্বে উহা অবশ্যই উক্ত আইনের ধারা ৩৪ মোতাবেক বাজেয়াপ্ত হইতে হইবে।

(২) বাজেয়াপ্তির পর মহাপরিচালকের আদেশ কিংবা অনুমোদন ছাড়া এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ছাড়া কোন আটক এবং বাজেয়াপ্তকৃত বস্তু ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৫ কিংবা ৪৫ এর বিধান মোতাবেক কোন বস্তু ব্যবহার করিতে হইলে ব্যবহারের পূর্বে ক্ষেত্র মত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উক্ত বস্তুর ব্যবহারের যোগ্যতা, ব্যবহার উপযোগিতা বা গুণগত মান সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) আটককৃত ও বাজেয়াপ্ত বস্তু যদি কোন জায়গা জমি, ঘরবাড়ী, ভবন, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, সাজসরঞ্জাম, ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, অলংকার কিংবা অন্য কোন মূল্যবান বস্তু বা সম্পদ হয় এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৪ মোতাবেক বাজেয়াপ্ত হয়, তবে বাজেয়াপ্তির পর উহা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর প্রয়োগার্থে ব্যবহারযোগ্য হইলে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় উহার মালিকানা, কর্তৃত্ব, স্বত্ত্ব, দখল, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবহারকারী কর্মকর্তার পদবীর নামে পরিবর্তন, রূপান্তর এবং এই ব্যাপারে সরকারের যথাযথ সংবিধিবদ্ধ বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, তালিকাভুক্তি ইত্যাদি গ্রহণের পর ব্যবহার করিতে হইবে। নতুন উহা নিলামে বিক্রয়পূর্বক বিক্রয় লব্ধ টাকা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর বিধান মোতাবেক জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিলে জমা দিতে হবে।

(৫) কোন ভবনটি, স্থাপনা গ্রহণপূর্বক এই গুলিকে T O & E তে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৬) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৫ বা ৪৫-এর বিধান মোতাবেক ব্যবহারযোগ্য কোন ভবনাদি, স্থাপনা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম বা অনুরূপ কোন বস্তু ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতের বাজেয়াপ্তির আদেশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহার ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স বা অনুমোদন পত্র কিংবা T O & E তে অন্তর্ভুক্তির আদেশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হইলে এবং বস্তুটি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকিলে উহার কার্যক্ষমতা বা গুণাগুণ বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকার ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের সাময়িক অনুমোদনক্রমে উক্ত বস্তুটি কর্মক্ষম ও চালু রাখিবার প্রয়োজনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে। তবে এইরুপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত বস্তুর যাহাতে কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি বা বিকৃতি না হয় এই বিষয়ে ব্যবহারকারী কর্মকর্তা সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। আটককৃত বস্তু হস্তান্তর ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য উক্ত আইনের অধীন আটক ও বাজেয়াপ্ত কোন বস্তু কোন কর্মকর্তা, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে উক্ত আইনের ৩৫ বা ৪৫ ধারা মতে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে আটককৃত ও বাজেয়াপ্ত কোন বস্তু হস্তান্তর করিতে হইবে অবশ্যই উহার জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক একটি ন্যূনতম বাজার মূল্য ধার্য করিতে হইবে এবং উক্ত বাজার মূল্য পরিশোধের পরই বস্তুটি হস্থান্তর করা যাইবে।

(৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর অধীন কোন হস্থান্তর বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৭(২) (ঙ) এর বিধান মোতাবেক জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিলে জমা করিতে হইবে।

(৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৫ কিংবা ৪৫-এর অধীন কোন বস্তু কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা, কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে হস্থান্তরে পূর্বে অবশ্যই বস্তুটির উপযোগিতা ও ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র লইতে হইবে।

১৬। আটককৃত বস্তু ধ্বংস ঃ

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৩৪-এর বিধান মোতাবেক বাজেয়াপ্ত না হইলে, কিংবা ধারা ৫২-এর বিধান ব্যতীত, কোন বস্তু ধ্বংস করা যাইবে না।

(২) কেবলমাত্র বৈধ ব্যবহার কিংবা উপযোগিতা নাই, অথবা ব্যবহারের অযোগ্য, হস্থান্তরের অযোগ্য, ফেরতের অযোগ্য, নিলামে বিক্রয়ের অনুপযুক্ত কিংবা সংরক্ষণের বা পরিবহনের অনুপযুক্ত বস্তু ছাড়া অন্য কোন কিছু ধ্বংস করা যাইবে না।

(৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর আওতায় নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য ব্যতীত আটককৃত অন্য কোন বস্তু ধ্বংস করিতে হইলে উহার উপযোগিতা না থাকা এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ততা সম্পর্কে রাসায়নিক পরীক্ষক কিংবা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) আটককৃত কোন বস্তু বাজেয়াপ্তির আদেশ জারী হওয়ার পর উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের নির্ধারিক সময় পার না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বস্তু ধ্বংস করা যাইবে না।

(৫) আটককৃত কোন বস্তু ধ্বংস করিতে হইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৪৫-এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন সকল ক্ষেত্রে বস্তুটি মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর ব্যতীত ধ্বংস করা যাইবে না। এইক সঙ্গে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ধ্বংসযোগ্য কোন বস্তু উহার পরিমাণ, অবস্থান, আকার, আকৃতি ইত্যাদি বিচারে যদি মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তরযোগ্য না হয়, কিংবা এইরুপ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উক্ত বস্তু যেখানে সংরক্ষিত আছে সেইখানে গিয়া উহার সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা, গুণাগুণ ইত্যাদি যাচাইপূর্বক সঠিক পাইলে উহা লিখিত প্রাপ্তিস্বীকারের মাধ্যমে গ্রহণ করিবেন এবং ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত উহা স্বীয় সীলমোহর দ্বারা সীল করিয়া রাখিবেন।

(৬) আটককৃত যেকোন বস্তু ধারা ৪৫ বিধান ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ধ্বংস করিতে হইলে তাহা মহাপরিচালক কর্তৃক এতৎদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির মাধ্যমে একজন নির্বাহী বা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এবং সাক্ষ্যে ধ্বংস করিতে হইবে।

(৭) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৪৫ এর বিধান ব্যতীত অন্য যেকোন প্রকার ধ্বংসকার্য মহাপরিচালক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, কর্তৃত্বে এবং ব্যবস্থাপনায় সম্পাদন করিতে হইবে। তবে এইরুপ ধ্বংস কার্য মহাপরিচালকের উর্ধ্বতন ও নিয়ন্ত্রণকারী সরকারের কোন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অন্য কোন সরকারি সংস্থার আয়োজনে সম্পাদন করা হইলে সেইখানে মহাপরিচালক কিংবা তাহার নিয়ুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং ধ্বংসকার্যে অংশগ্রহণকে মহাপরিচালক কর্তৃক ধ্বংসকার্য সম্পাদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য করিয়া হইবে।

(৮) ধ্বংসযোগ্য বস্তুর আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাগুণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে উহা সুবিধা মত স্থানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, আগুনে পোড়াইয়া, মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া, মাটিতে ঢালিয়া দিয়া, কোন উন্মুক্ত জলাশয়ে ঢালিয়া দিয়া, কোন রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া উহার ব্যবহারিক উপযোগিত ও গুণাগুণ নষ্ট করিয়া দিয়া, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে তৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ উপোযোগি যেকোন উপায়ে ধ্বংস করা যাইবে।

(৯) যেকোন ধ্বংস কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত কমিটির সকল সদস্য, উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থার উপস্থিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ সকলেই ধ্বংস কার্যের সম্পূর্ণ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন এবং ধ্বংস কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রারসমূহ এতৎবিষয়ে প্রতিপাদনপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(১০) যেকোন ধ্বংস কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর ৭ দিনের মধ্যে ধ্বংস কার্য সম্পাদনকারী কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ ধ্বংসকৃত বস্তুর বিস্তারিত বিবরণসহ একটি প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১১) রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সংরক্ষিত বা রাসায়নিক পরীক্ষার পর অবশিষ্ট নমুনা ১ বছর সংরক্ষণের পর ধ্বংসযোগ্য বস্তু হইলে ধ্বংস করিতে হইবে।

১৭। আটককৃত বস্তুর নিলাম ঃ

(১) আটককৃত কোন বস্তুর যদি বৈধ ব্যবহার বা উপযোগিতা থাকে অথচ উহা ধ্বংসযোগ্য বা ফেরৎযোগ্য না হয়, কিংবা বস্তুটি যদি পচনশীল, ক্ষণস্থায়ী বা সংরক্ষণের অনুপযোগী হয় তাহা হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৪৫-এর বিধান মোতাবেক ঘটনাস্থলে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ধারা ৩৪-এর অধীন বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর আপীল সময় অতিবাহিত হইলে উক্ত বস্তু নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(২) যে বস্তুটি নিলামে বিক্রয় করা হইবে তাহা সংরক্ষণ, ধারণ, ব্যবহার, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদিতে আইন সংগত অধিকার নাই, এমন কোন ব্যক্তির নিকট নিলামে বিক্রয় করা হাইবে না, কিংবা এইরূপ কোন ব্যক্তিকে নিলামে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৩) লাইসেন্স, পারমিট বা পাস প্রদান করা হয় এবং মূল সীল লেবেল বা মোড়কযুক্ত অবস্থায় আছে, এমন মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন মাদকদ্রব্য নিলামে বিক্রয় করা যাইবে না। এই বিধিমালার ১১, ১৪, ১৫ বা ১৬ নং বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে মাদকদ্রব্য নয় এমন যে কোন বাজেয়াপ্ত বস্তু নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(৪) মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উপ-অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কিংবা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার যে কোন কর্মকর্তা, কিংবা কমিটি নিলামের কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন। প্রতিক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারী নিলাম কিনিতে পারিবেন।

(৫) নিলামযোগ্য দ্রব্যদি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ হইলে তাহার সর্বনিম্ন নিলাম মুল্য উক্ত দ্রব্য হইতে সরকারের প্রাপ্য রাজস্বমূল্যের কম হইতে পরিবে না। উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া গেলে দ্রব্যটি নিলাম না করিয়া ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে।

(৬) নিলামযোগ্য দ্রব্যের মূল্য যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তাহার কম হয় তবে উপ-অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিলাম করিতে পারিবেন। নিলামযোগ্য দ্রব্যের বাজার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক হইলে মহাপরিচালক নিজে কিংবা মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত পরিচালক উক্ত নিলাম করিতে পারিবেন। যে কোন নিলাম ক্রেতা নিলাম স্থলে তৎক্ষণাৎ নিলালের ২৫% টাকা এবং ৩ দিনের মধ্যে ৭৫% টাকা পরিশোধ করিয়া নিলামের দ্রব্য গ্রহণ করিবেন, অন্যথায় নিলাম বাতিল ও পরিশোধকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইবে। তবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারার বিধান মতে নিলাম করা হইলে, নিলাম কাজেই নিলামের সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(৭) নিলামে বিক্রীত প্রতিটি বস্তুটি নিলাম ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের পূর্বে তাহাতে নিলামকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের স্বাক্ষর ও নীলামের তারিখ ও লট নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া সীলমোহর করিয়া দিবেন এবং নিলামক্রেতা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যে উপ-অঞ্চলের অন্তর্গত কর্মকর্তাকে এই ব্যাপারে অবহিত করিবেন।

(৮) রাসায়নিক পরীক্ষার পর অবশিষ্ট নমুনা ১ বছর সংরক্ষণের পর নীলামযোগ্য বস্তু হইলে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিলাম করিতে হইবে।

১৮। অন্য কোন প্রকার নিষ্পত্তি/বিলিবন্দেজ ঃ

(১) আটককৃত এবং বাজেয়াপ্তকৃত কোন বস্তু যদি এই পরিপত্রে উল্লিখিত কোন পন্থায় সংরক্ষণ কিংবা নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ উপযোগী না হয়, কিংবা উক্ত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিশেষ পদ্ধতি, কিংবা প্রথা ও প্রযুক্তিগত বা অন্য কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে উক্ত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তির জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত আদেশ ও নির্দেশ মোতাবেক উহার সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৯। আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বস্তু ফেরত প্রদান ঃ

(১) সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালত কিংবা আপীল আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ ও সিদ্ধান্ত ছাড়া আটক কিংবা বাজেয়াপ্তকৃত কোন বস্তু কাউকে ফেরত প্রদান করা যাইবে না, কিংবা এই পরিপত্রের কোন বিধান ব্যতীত কাউকে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) আটক কিংবা বাজেয়াপ্তকৃত কোন বস্তু কোন বস্তু ফেরত পাওয়ার জন্য কেহ যদি আপীল করেন এবং আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত বস্তু ফেরত পাওয়ার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এবং তদধীন বিধিমালার বিধান মোতাবেক সংরক্ষণ, ব্যবহার বা ধারণ করিবার কিংবা অন্যকোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবার আইনগত অধিকারী, তবে ফেরতদানের আদেশ হওয়ার পর উক্ত বস্তুর হেজাজতকারী যদি উক্ত ফেরতদানের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল না করেন, তবে বস্তুটি আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া যাইবে।

(৩) কোন বস্তু ফেরতদান কালে উক্ত বস্তু হেফাজতকারী কর্মকর্তা ফেরত গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উক্ত বস্তু সামগ্রিক অবস্থান বর্ণনা সম্বালিত প্রাপ্তি স্বীকার পত্র বা প্রাপ্তি রশিদ গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্র বা প্রাপ্তি রশিদের একটি অনুলিপি ফেরত প্রদানের আদেশদানকারী আদালত বা র্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ পূর্বক এ ব্যাপারে অবহিত করিবেন।

(৪) আটককৃত কোন বস্তু বিজ্ঞ আদালতের আদেশে কিংবা যুক্তিসঙ্গত এবং আইনানুগ কোন কারণে ফেরত প্রদানের প্রয়োজন হইলে এইরূপ ফেরত দানের ক্ষেত্রে অবশ্যই উহার প্রকৃত মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে এবং ফেরত গ্রহণকারী ব্যক্তি বা সংস্থা উক্ত বস্তুর মালিকানা ও স্বত্ত্ব সম্পর্কে যথাযথ প্রামাণ্য দলিল বা কাগজপত্র দাখিল না করিলে কোন অবস্থায় তাহাকে এইরূপ কোন বস্তু ফেরত দেওয়া দেওয়া যাইবে না।

(৫) জরুরী অবস্থায় কারণে যদি কোন পচনশীল বা ক্ষণস্থায়ী দ্রব্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা ৪৫-এর বিধান অনুসারে নিলাম হইয়া থাকে এবং পরবর্তীতে আদালতের সিদ্ধান্ত কিংবা আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বস্তু উহার মালিককে ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র উহার নিলামে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফেরত পাইবেন। যদি কেহ এইরুপ ফেরত লইতে না আসেন তবে আদেশ দানের পর ২ মাস অতিবাহিত হইলে উক্ত বস্তু বা উহার নিলামকৃত অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে এবং নিলামে সমুদয় অর্থ জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিলে জমা দান করিতে হইবে।

২০। আটককৃত বস্তু তছরূপ, ক্ষয়ক্ষতি, ইত্যাদির দায়দায়িত্ব ঃ

(১) আটককৃত ও সংরক্ষিত বস্তু যদি কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির জিম্মায় থাকা অবস্থায় উক্ত কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, বা ব্যক্তির অবহেলা, উদাসীনা, দূর্নীতি বা দুরভিসন্ধির কারণে উহা তছরূপ হয় কিংবা উহার কোন ক্ষয়ক্ষতি, বিকৃতি, পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় তাহা হইলে এইরূপ, ক্ষয়ক্ষতি, বিকৃতি, পরিবর্তন বা রূপান্তরের জন্য কোন কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন এবং এর জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী হলে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৮৫, শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৭৯ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্য বিধিতে মামলা দায়ের করিতে হইবে।

(২) উপবিধি (১) এর বিধান ছাড়াও আটককৃত ও সংরক্ষিত বস্তুর তছরূপকারী, ক্ষয়ক্ষতি সম্পাদনকারী, কিংবা পরিবর্তন বা বিকৃতি কারীর নিকট হইতে বস্তুটির বিষয়ে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য যাবতীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোন বস্তু আটককারী বা হেফাজতকারী কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকাকালে প্রাকৃতিক নিলামে, কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা উক্ত বস্তুর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনরুপ পরিবর্তন কিংবা গুণগত মান ক্ষুন্ন বা অবণতি হইলে, তজ্জন্য উক্ত বস্তুর হেফাজতকারীকে কোনভাবে দায়ী করা দায়ী যাইবে না কিংবা এইজন্য কোন ক্ষতিপূরণের দাবী করা যাইবে না।

২১। প্রচলিত আইন, বিধিমালা, কিংবা এই বিধিমালায় উল্লিখিত নাই, আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ সংক্রান্ত এমন কোন নতুন বিষয় মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি ও পন্থায় নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

২২। এই বিধিমালা জারী হইবার পর উহার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কিংবা এই বিধিমালায় উল্লিখিত আছে এমন কোন বিষয় যদি ইতোপূর্বে জারীকৃত কোন বিধিমালা বা পরিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে তাহা বাতিল গণ্য হইবে।

তফসিল

ফরম নং -১

মাদকদ্রব্য ইত্যাদি আটক বা জব্দ তালিকা

[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা -৩৭ এবং আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০১০ এর বিধি - ৪(৭)]

১। ক্রমিক নং

২। আটক অভিযানে নেতৃত্ব দানকারীর নাম ও পদবী ঃ

৩। আটককারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ

৪। আটক অভিযানে অংশ গ্রহণ কারীদের নাম ও পদবী ঃ

৫। আটকের তারিখঃ সময়ঃ

৬। আটকের স্থান ঃ

৭। যাহার/যাহাদের নিকট হইতে আটক করা হইলে তিনি/তাহারা পলাতক/গ্রেফতার ঃ

৮। যাহার/ যাহাদের নিকট হইতে আটক করা হইলো তাহার/তাহাদের পরিচিতি ঃ

নাম ঃ পিতার নাম:

লিঙ্গ ঃ বয়স ঃ গায়ের রং ঃ শারীরিক গঠন ঃ উচ্চতা ঃ

ওজন ঃ পেশা ঃ জাতীয়তাঃ ধর্মঃ সনাক্তকরণ চিহ্ন ঃ

জাতীয় পরিচয়পত্র নং ঃ

ঠিকানা ঃ বর্তমান ঃ

স্থায়ী ঃ

৯। আটককৃত বস্তুর বিবরণ ঃ

নাম ঃ প্রকার ঃ সংখ্যা/পরিমাণ ঃ

আটককৃত বস্তু কি অবস্থায় পাওয়া যায় ঃ

আটককৃত বস্তুর আনুমানিক মূল্য ঃ প্যাকেট, মোড়ক, পাত্র ইত্যাদির বর্ণণা ঃ

আটককৃত বস্তুর উৎস/উৎপাদন স্থান ঃ চোরাচালানরুট ঃ

১০। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আটককৃত বস্তু সংক্রান্ত অপরাধের ধারা ঃ শাস্তির ধারা ঃ

আটক সংক্রান্ত এজাহার/জিডি ও মামলা নং- এবং তারিখ-

১১। অপরাধের প্রকার প্রকরণ ঃ

১২। অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতি ঃ

১৩। অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে ঃ

১৪। অপরাধের সহযোগিতাদের নাম ও ঠিকানা ঃ

১৫। উপস্থিত স্বাক্ষীদের নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর ঃ

(১)

(২)

(৩)

১৬। যাহার/যাহাদের নিকট হইতে/ যাহার/যাহাদের জায়গা জমি, ঘর, যানবাহন ইত্যাদি তল্লাশি করিয়া বস্তু উদ্ধার ও আটক করা হইল তাহার/তাহাদের স্বাক্ষর।

১৭। মন্তব্য ঃ

১৮। আটককারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর ঃ

১৯। জব্দ তালিকার অনুলিপি গ্রহণকারীর প্রাপ্তিস্বীকার মূলক স্বাক্ষর ঃ

তফসিল

ফরম নং -২

মাদকদ্রব্য ইত্যাদি আটক সম্পর্কিত প্রতিবেদন

(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা -৩৭ এবং বিধি -৪(৪) দ্রষ্টব্য)

১। আটক অভিযানে নেতৃত্ব দানকারীর নাম ও পদবী ঃ

২। আটককারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ

৩। আটক অভিযানে অংশ গ্রহণ কারীদের নাম ও পদবী ঃ

৪। আটকের তারিখ ঃ সময় ঃ

৫। আটকের স্থান ঃ

৬। যাহার/যাহাদের নিকট হইতে আটক করা হইলে তিনি/তাহারা পলাতক/গ্রেফতার ঃ

৭। যাহার/ যাহাদের নিকট হইতে আটক করা হইলো তাহার/তাহাদের পরিচিতি ঃ

(আসামী একাধিক হলে প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

নাম ঃ পিতার নাম:

লিঙ্গ ঃ বয়স ঃ গায়ের রং ঃ শারীরিক গঠন ঃ

উচ্চতা ঃ ওজন ঃ পেশা ঃ জাতীয়তাঃ ধর্মঃ

সনাক্তকরণ চিহ্ন ঃ জাতীয় পরিচয় নং

ঠিকানা ঃ বর্তমান ঃ

স্থায়ী ঃ

৮। আটককৃত বস্তুর বিবরণ ঃ

নাম ঃ প্রকার ঃ সংখ্যা/পরিমাণ ঃ

আটককৃত বস্তু কি অবস্থায় পাওয়া যায় ঃ

আটককৃত বস্তুর আনুমানিক মূল্য ঃ প্যাকেট, মোড়ক, পাত্র ইত্যাদির বর্ণণা ঃ

আটককৃত বস্তুর উৎস/উৎপাদন স্থান ঃ চোরাচালান রুট ঃ

৯। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আটককৃত বস্তু সংক্রান্ত অপরাধের ধারা ঃ শাস্তির ধারা ঃ

আটক সংক্রান্ত এজাহার/জিডি ও মামলা নং- তারিখ-

১০। অপরাধের প্রকরণ ঃ

১১। অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতি ঃ

১২। অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে ঃ

১৩। অপরাধের সহযোগিতাদের নাম ও ঠিকানা ঃ

১৪। আটককারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর ঃ

ফরম নং -৩

আটক বস্তু এবং রাসায়নিক পরীক্ষার নমুনা সীল গালা করার লেবেল ঃ-

[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা -৩৬ এবং বিধি -৪(৫) দ্রষ্টব্য]

১। ফরমের ক্রমিক নং–

২। আটক তালিকার ক্রমিক নং ও তারিখ ঃ

৩। আটকের স্থান ঃ

৪। যাহার/যাহাদের নিকট হইতে আটক করা হইল তাহার/তাহাদের নাম ও ঠিকানা ঃ

৫। যিনি আটক করিলেন তাহার নাম ও পদবী ঃ

৬। আটক বস্তুর বিবরণ ঃ

৭। আটক বস্তুর মোট পরমাণ/সংখ্যা এবং নমুনা হিসেবে গৃহীত বস্তুর পরিমাণ ও সংখ্যা ঃ

৮। সাক্ষীদের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর ঃ

(১)

(২)

(৩)

৯। যাহার/যাহাদের নিকট হইতে আটক করা হইল তাহার/তাহাদের স্বাক্ষর ঃ

১০। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ

১১। যে সীল দ্বারা মোহর করা হইল উহার বিবরণ ও ক্রমিক নং ঃ

১২। সীলগালা সম্পদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ

ফরম নং -৪

আটককৃত বস্তুর জিম্মায় গ্রহণ এবং ফেরৎ প্রদানের মুসলেকা

(বিধি-৬(১৬) দ্রষ্টব্য)

আমি .....পিতাঃ.....মাতা.....

ঠিকানা ঃ স্থায়ী ঃ

বর্তমান ঃ

এই মর্মে .....এর নিকট হলফ এবং অঙ্গীকারপূর্বক.....

টাকার ননজুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের উপর মুসলেকা প্রদান করিতেছি যে, অদ্য .....তারিখ.....

.....

কর্তৃপক্ষ/কর্মকর্তা আমার দখলে/বাসগৃহে/ব্যবসা/প্রতিষ্ঠানে/লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্থানে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ/গুদামজাতকরণ/ক্রয়/বিক্রয়/.....কার্য সম্পাদনের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ধারা.....লঙ্ঘনের জন্য অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০- এর বিধান মোতাবেক আমার দখল ও নিয়ন্ত্রণ হইতে নিম্নবর্ণিত বস্তু/মালামাল আটক করিয়াছেন। বস্তু/মালামালের বর্ণনা ঃ .....

আমি হলফপূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, আটক বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০১০ এর বিধি (১৬) এর বিধান মোতাবেক আমার নিকট নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখার জন্য জিম্মায় প্রদানকৃত উপর্যুক্ত আটককৃত বস্তু/মালামাল আমি যথাসাধ্য যত্নসহকারে নিরাপত্তামলূক হেফাজতে সংরক্ষণ করিব। আমি উক্ত বস্তু/মালামালের কোন ক্ষয়ক্ষতি, বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, সংমিশ্রণ, হস্তান্তর, স্থানান্তর ইত্যাদি করিবনা। বিজ্ঞ আদালতে হাজির/আটককারী কর্তৃপক্ষের যথাযথ কর্তৃপক্ষের তলব/চাহিদামতে তৎক্ষণাৎ উপরিউক্ত জিম্মায় গ্রহণকৃত মালামাল বিজ্ঞ আদালতে হাজির/আটককারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরৎ প্রদানে বাধ্য রহিলাম। এর অন্যথা করিলে কিংবা বিজ্ঞ আদালত/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিলে.....টাকা বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা দিতে বাধ্য থাকিব এবং যে কোন ব্যর্থতা বা আদেশ পালনের অবাধ্যতায় সংশ্লিষ্ট আইনে দন্ডনীয় অপরাধী হিসেবে নিজেকে স্বীকার করিয়া এই মুসলেকা সম্পাদন করিলাম।

মুসলেকা সম্পাদনকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর ঃ

আটক বস্তুর জিম্মায় প্রদানকারীর নাম, পদবী ও স্বাক্ষর ঃ

সাক্ষীদের স্বাক্ষর ঃ

১।

২।

৩।

ফরম নং -৫

আটককৃত বস্তুর হিসাব রেজিষ্টার

[আটককৃত বস্তুর সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালার বিধি-৭(১০ দ্রষ্টব্য]

১। ক্রমিক নং-

২। আটককৃত বস্তুর নাম ও পরিচিতি

৩। আটককৃত বস্তুর পরিমাণ/সংখ্যা ঃ প্যাকেট মোড়ক পাত্র ইত্যাদির সংখ্যা ঃ

৪। আটকের তারিখ ও সময় ঃ

৫। আটকের স্থান ঃ

৬। আসামীদের নাম ও ঠিকানা ঃ

৭। আটককারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ

৮। আটক বস্তুর জব্দ তালিকা নং.....মামলা নং .....

৯। আটককৃত বস্তু কোথায় রাখা হইয়াছে ঃ

১০। রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ

১১। আটক বস্তুর আনুমানিক মূল্য ঃ

১২। আটকবস্তু বাজেয়াপ্ত হইয়াছে কিনা।

১৩। মন্তব্য ঃ

১৪। সংরক্ষণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর ঃ

ফরম নং -৬

আলামত খানায় প্রবেশ রেজিষ্টার

[বিধি -৯(৬) দ্রষ্টব্য]

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তারিখ	প্রবেশকারীর নাম ও পদবী	প্রবেশের সময়	প্রবেশের উদ্দেশ্য	অবস্থান কাল	বাহির হওয়ার সময়	প্রবেশকারীর স্বাক্ষর	অনুমতি প্রদানকারীর স্বাক্ষর	মন্তব্য